ড. আবেদ চৌধুরী: বাংলাদেশি জিনবিজ্ঞানী

ড. আবেদ চৌধুরী হলেন একজন বাংলাদেশী জিনবিজ্ঞানী, ধান গবেষক ও লেখক। তিনি ১৯৫৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের কানিহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় বসবাস করছেন। তাঁর বাবার নাম জনাব আব্দুল মন্নান চৌধুরী ও মাতার নাম জনাব হাফিজা খাতুন।

শিক্ষা ও গবেষণা:

ড. আবেদ চৌধুরী আধুনিক জীববিজ্ঞানের প্রথম সারির গবেষকদের একজন। তিনি মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও নটর ডেম কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে, যুক্তরাষ্ট্রের অরিগন স্টেট ইনিস্টিটিউট অফ মলিকুলার বায়োলজি এবং ওয়াশিংটন স্টেটের ফ্রেড হাচিনসন ক্যান্সার রিসার্চ ইনিস্টিটিউটে। ১৯৮৩ সালে পিএইচ.ডি গবেষণাকালে তিনি রেকডি নামক জেনেটিক রিকম্বিনেশনের একটি নতুন জিন আবিষ্কার করেন যা নিয়ে আশির দশকে আমেরিকা ও ইউরোপে ব্যাপক গবেষণা হয়। তিনি অযৌন বীজ উৎপাদন (এফআইএস) সংক্রান্ত তিনটি নতুন জিন আবিষ্কার করেন, যার মাধ্যমে এই জিন-বিশিষ্ট মিউটেন্ট নিষেক ছাড়াই আংশিক বীজ উৎপাদনে সক্ষম হয়। তাঁর এই আবিষ্কার এপোমিক্সিস-এর সূচনা করেছে যার মাধ্যমে পিতৃবিহীন বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ, ম্যাসাচুসেট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং ফ্রান্সের একোল নর্মাল সুপেরিয়রের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ও গবেষণা করেছেন। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থায় একদল বিজ্ঞানীর সমন্বয়ে গঠিত গবেষকদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। পঞ্চব্রীহি ধান উৎপাদন অর্থাৎ একবার ধান রোপনে ৫ বার ধান নিয়ে গবেষণা ও একটি জাত উদ্ভাবন করেন।

পরিচিতির কারণ:

- বংশাণুবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা
- রেকডি নামক জেনেটিক রিকম্বিনেশনের একটি নতুন জিন আবিষ্কার
- অযৌন বীজ উৎপাদন (এফআইএস) সংক্রান্ত তিনটি নতুন জিন আবিষ্কার
- এপোমিক্সিস-এর সূচনা করেছে যার মাধ্যমে পিতৃবিহীন বীজ উৎপাদন
- পঞ্চব্রীহি ধান উৎপাদন
- বৈচিত্র্যময় বৈজ্ঞানিক কর্মজীবন